8.3.1- 53

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকাভুক্ত অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭, বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১২ সংখ্যা

মার্চ, ২০১৯

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১২ সংখ্যা
মার্চ,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

Samai Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

সূচীপত্র

১. লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের শৈলী সন্ধান :শান্তনু দলাই..... ৯
২. রাঢ়ের অমানবিক বিশ্বাস : ডাইনি :অদ্বৈত কুমার রানা..... ১৫
৩. সাম্প্রদায়িক বিভাজন নয় মানবতার জয়গান-'ধর্মযুদ্ধ':বকুল কর..... ২৪
৪. প্রসঙ্গঃ গান্ধীর রাম রাজ্যের ধারণা : মানস কুমার রানা..... ৩০
৫. সুখবিলাসিতা বনাম কর্তব্য বোধের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ
'কলকাতার ইলেক্ট্রা' :সোনা মন্ডল..... ৩৪
৬. রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ কৃষ্ণভারত :উষ্ণীষ পতি..... ৪০
৭. 'আমার জীবন': উনিশ শতকীয় নারী জীবনের
কথকতায় আধুনিক নারী কথার সূচনা :নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য..... ৫২
৮. শিল্পচেতনার আলোকে ভগীরথ মিশ্রের
'দুর্ভিক্ষ ও বেহালাবাদক' :নবগোপাল সামন্ত..... ৬২
৯. রবীন্দ্রনাথের গান : প্রসঙ্গ বৈষ্ণবতত্ত্ব :সুজিতকুমার পাল..... ৬৮
১০. দূরভাষিণী : নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই :পুতুল বৈদ্য..... ৭৫
১১. প্রাচীন 'যাত্রা'র অর্থ, উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ :শোভন ঘোষ..... ৮৩
১২. গান্ধীজি ও দেশবন্ধু :শ্যামাপদ শীট..... ৯৯
১৩. মনসা চরিত্র :কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও
নারায়ণ দেব :ফটিক চন্দ্র আধিকারী..... ১০৪
১৪. শিশুসাহিত্যের সেকাল ও একাল : একটি
তুলনামূলক আলোচনা :গৌতম কর..... ১১৩
১৫. ইতিহাসে বিতর্ক : প্রসঙ্গ-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের
মহাবিদ্রোহ : অসিতকুমার কর..... ১১৭
১৬. মুর্শিদাবাদ জেলার কথ্য বাংলা ভাষায়
সুরতরঙ্গের প্রয়োগ :টুকটুকি হালদার..... ১২৫
১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর
মাঝি : সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ :প্রদীপ্ত বর..... ১৩৩
১৮. রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় বিদ্রোহী
নারীর নবজাগরণ : সুরজিৎ মন্ডল..... ১৪১
১৯. লালসালু : ধর্মের ভণ্ডামীতে চপেটাঘাত :রচনা রায়..... ১৪৭
২০. রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা : অচিন্ত্য দে..... ১৫৬
২১. ভারত বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান : একটি
সাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষিত : নিশিকান্ত মণ্ডল..... ১৬৬

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

সুখবিলাসিতা বনাম কর্তব্য বোধের দ্বন্দ্ব ঃ প্রসঙ্গ 'কলকাতার ইলেক্ট্রা'

সোনা মন্ডল

বাংলা সাহিত্যের অনন্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যের অন্যান্য প্রজাতির মত নাটকের প্রতিও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। সাত বছর বয়সে গ্রামোফোনে শোনা নাটকের সংলাপ তিনি যেমন আজীবন মনে রেখেছেন তেমনি বাল্যকালে কলেজে পড়া ছেলেদের অভিনীত নাটক দেখার সময়কার অভিব্যক্তি-'আমি মুগ্ধ চোখে ড্রপ সীনের দিকে তাকিয়ে আছি'– তাঁর নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি ভালোলাগার মনোভাবকেই ব্যক্ত করে। এমনকি কম বয়সে তাঁর গড়ে তোলা 'নাটুকে দল' -এর অভিনয় প্রসঙ্গকে পরবর্তীকালে তাঁর নাট্যচর্চার প্রারম্ভিক পর্যায় বলা যেতে পারে।

তাঁর নাট্যচর্চার অন্যতম বিষয় ছিল পুরাণ-দেশী বা বিদেশী সকল পুরাণ কাহিনিতে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। তবে পুরাণের বিষয় অবলম্বনে তিনি কখনই আদর্শ পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রয়াসী হননি। বরং তাঁর মতে – "একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো ক'রে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা। বলা বাহুল্য, এ ধরণের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না;" 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্য যে তাঁর সকল পুরাণ বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বলাই বাহুল্য। আর শুধু দেশীয় পুরাণ কাহিনি নয়, তিনি যখন নাটকের কাহিনি সূত্র হিসাবে গ্রীক পুরাণকে বেছে নিয়েছেন তখনও তাঁর সৃষ্টি দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে পৌরাণিকতার আলোকে সমকালীনতা।

গ্রীক পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' (১৯৬৮) নাটকটি। গ্রীক কবি হোমারের রচনায় আগামেমননের কন্যা ইলেক্ট্রার কোন উল্লেখ নেই। তার প্রথম উপস্থিতি 'এস্কিলসের অরেস্টেইয়ার দ্বিতীয় নাটকে'। এরপর ইলেক্ট্রার কাহিনিকে বিশ্বজনীন রূপদান করেছেন সফোক্লিস এবং ইউরিপিদিস আর পরবর্তীকালে আর্থাৎ আধুনিককালে তাকে কেন্দ্র করে নাটক লিখেছেন অনেকে- "অস্ট্রিয়ার হুগো ফন হোফমান ষ্টাল (*'Elektra'*), আমেরিকায় ইউজীন ও নীল (*'Mourning Becomes Electra'*),ফ্রান্সে জাঁ জিরাদু (*'Electra'*)। জাঁ-পোল সার্ত্র- এর 'মাছিরা'('ল্যে মুশ') নাটকেও ইলেক্ট্রার চিত্রণ উল্লেখযোগ্য।" 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' নাটকের ভূমিকা অংশে এই ভিন্ন দেশকালীন পরিবেশে এই সকল স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল- "এঁরা সকলেই স্বীয় দেশ, কাল ও জীবন দর্শন অনুসারে, গ্রীক পুরাণের এই করুণ ভীষণ মোহিনীকে ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের

Aphadikari
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128
Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

নতুনভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন; আমিও, সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিকায় সেই চেষ্টাই করেছি।" আমরা দেখব সুদূর গ্রীকের ইলেকট্রা কিভাবে কলকাতার মেয়ে হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সত্য ও ন্যায়ের কঠোর তপস্বী; পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কীভাবে জীবন থেকে বিসর্জন দিয়েছে সুখ। শুধু তাই নয়, ন্যায়ের পথে বাঁধা স্বরূপ সুখাভিলাসী মাতৃসত্তাকে সে কীভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে; দিয়েছে মৃত্যুদন্ড।

'কলকাতার ইলেকট্রা' একটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও মনস্তাত্ত্বিক নাটক। নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। শম্পা এই নাটকের কেন্দ্রিয় তথা প্রধান চরিত্র। মনোরমা ও ইন্দ্রনাথের কন্যা সে। কনকলতা তার আর একটি বোন এবং একমাত্র ভাই অদ্রিনাথ। পিতা ইন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক, কাজ করতেন সামরিক বাহিনীতে; সেই সুবাদে বাইরে থাকতে হত তাকে। আর স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে মনোরমার জীবনে আসে অজেন; ইন্দ্রনাথের ডাক্তার বন্ধু। তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখে, আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নতুন সম্পর্কে। তাই অকস্মাৎ ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি মনোরমা বা অজেন কেউই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। পরিণামে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে অকালে-হিংস্র জন্তুর আক্রমনে কিংবা তারই পিস্তলের গুলিতে অজেনের হাতে। আর এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শম্পা নিজেই। তাই তার অন্য দুই ভাই বোন বাবার মৃত্যুকে সহজ ভাবে মেনে নিলেও মানতে পারেনি শম্পা। এমনকি ক্ষমা করতে পারেনি মাকে। ফলে বাবার মৃত্যুর কারণ জনিত অপরাধীদের শাস্তির জন্যে সে নিজেকে তিল তিল করে প্রস্তুত করেছে। গড়ে তুলেছে মানসিক দৃঢ়তা। যে দৃঢ়তার কাছে পরাজিত হয়েছে সমগ্র বাহ্যিক পৃথিবী। শুধু নিজের প্রস্তুতি নয়, সে প্রস্তুত করেছে ভাই অদ্রিকেও। বিদেশ থেকে ফেরা ভাইয়ের সমস্ত প্রশ্ন, সমস্ত না জানা দৃশ্য, অজানা কথা, অজানা সত্যকে সে নিজের নিষ্ঠা দিয়ে জয় করেছে। ভাইকে করে তুলেছে তার যথোপযুক্ত সহোচর। তাই অদ্রির হাতের গুলিতে তাদের মা মনোরমার মৃত্যু হলেও সমস্ত কৃতিত্বই আসলে শম্পার। এক আশ্চর্য গতিময়তার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিষয়টির নাট্যরূপ দান করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

'কলকাতার ইলেকট্রা'য় নাট্যকার শম্পাকে স্থাপন করেছেন নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে। এস্কিলসের রচনায় ইলেকট্রা একটি উজ্জ্বল চরিত্র কিন্তু সেখানে মাতৃহন্তার দায় সম্পূর্ণ অরিস্টিসের। আবার সফোক্লিস তাঁর নাটকে ইলেকট্রার বিসদৃশ চরিত্র ক্রিসোফেমিসকে এনে ইলেকট্রার সঙ্গে ক্লিটেমনেস্ট্রার সংঘাত দেখিয়ে ইলেকট্রাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। তবে তাঁর নাটকে অরিষ্টিস আগে থেকেই তার আরদ্ধ কাজ সম্পর্কে কৃতসংকল্প। আবার ইউরিপিডিসের নাটকে ইলেকট্রার ভূমিকা কিছুটা বেড়েছে। যেখানে মাতৃহত্যার পূর্ব মুহূর্তে অরিষ্টি স যখন ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন ইলেকট্রা খানিকটা উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর নাটকে মাতৃহত্যার সমস্ত দায়ভার তথা কৃতিত্বই শম্পার। তাই সমালোচকের মতে- "অদ্রিনাথ বলতে গেলে যন্ত্র, যন্ত্রী আসলে শম্পা। শম্পাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাকে রাজি করালো, স্বহস্তে মাকে হত্যা না করলেও হন্তা আসলে সে-ই।" ড. জগন্নাথ ঘোষের মতে - "অদ্রি নিমিত্ত মাত্র। আসলে বুদ্ধদেবের সমস্ত আকর্ষণ শম্পাকে নিয়ে।" অমিয় দেব ও তাই যথার্থই বলেছেন —"কলকাতার ইলেকট্রার প্রধান আকর্ষণ তার নায়িকা। নিছক আগামেমনন

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

কন্যা ও আগামেমননের করুণ স্মৃতিরক্ষিণী নয় সে, বুদ্ধদেব তাকে করে তুলেছেন এক বিশেষ মানসতার প্রতীক। সে-ও আসলে তপস্বিনী, কিন্তু তার তপস্যার নির্বহন পুণ্যের পথে নয়, ধ্বংসে। তাকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি, তেমনি ভয় ও করি-শ্রদ্ধা এই জন্যেই যে সে একনিষ্ঠ আদর্শবাদী, নিঃসঙ্গ, কিস্কম্প, সেই অন্য গ্রীক-কন্যা আন্তিগোনের মতো; আর ভয়ের কারন তার প্রায়-উন্মাদনা। আর এই প্রায়-উন্মাদনার উৎস তার সেই আদর্শবাদই। আদর্শবাদ মাত্রেরই প্রান্তে আছে এক উন্মাদনা, যে-আদর্শবাদই হোক না তা-ব্যক্তিগত, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক।" আসলে মানুষ আদর্শের জন্য যতই উন্মাদনা প্রকাশ করুক না কেন, প্রতিকূল-অনুকূল উভয় পরিস্থিতিতে যেভাবেই নিজেকে লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাক না কেন, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার এক বিশেষ মহত্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটে। আর ভয়ংকর ও মহত্ত্ববোধ এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু শম্পাকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য।

শম্পার পাশাপাশি তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মা মনোরমার উপস্থিতিও নাটকে চোখে পড়ার মত। তবে গ্রীক পুরাণের ক্লিটেমনেস্ট্রা মনোরমার তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কারণ ক্লিটেমনেস্ট্রাও সেখানে ভয়ংকরী। অরিষ্টিসের বিলোপই তাঁর কাম্য। কারণ বিষধর সর্প অর্থাৎ অরিষ্টিস, তার এই শত্রুই যে তাকে একদিন দংশন করতে আসবে এ তার বদ্ধমূল ধারণা। তাই মনোরমাকে পুরোপুরি তার পর্যায়ে ফেলা যায় না। মনোরমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সুখ। সে সুখী হতে চায়- অজেনের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে সে সন্তুষ্ট। তাই তো সে অজেনকে বলে-"আমার মতো ভাগ্যবতী আর কে ? সুখ সম্ভোগ মান সম্মান ঐশ্বর্য- কী না পেয়েছি আমি জীবনে ? আর তোমার মত স্বামী।" এমনকি অজেনের জন্য শুধু স্বামী নয়, নিজের সন্তানকেও দূরে ঠেলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি -'আমার ছেলে-তাকে আমি তোমার কথায় পর ক'রে দিলাম।' আর তিন সন্তানের জননী মনোরমা-র মধ্যে এখন ও জেগে আছে মাতৃত্বের ক্ষুধা-'অজেন, তুমি আমাকে আর একটা সন্তান দিলে না কেন ?' আসলে মনোরমা হল সেই নারী যে জীবনে সব রকম সুখের অধিকারী হতে চায়। কিন্তু তার এই সুখের অন্তরায় একটাই- শম্পা; যে কি না তারই সন্তান-"আমার দুশ্চিন্তা- অশান্তি-যন্ত্রণা ! আমার গলার কাঁটা ঘরের অলক্ষ্মী, রক্তে-পুঁজে দগদগে ঘা আমার বুকের মধ্যে।" তবে এই অলক্ষ্মী স্বরূপ গলার কাঁটা উপড়ে ফেলার মত যাদুমন্ত্র জানে অজেন,তাইতো সে মনোরমার এত কাছে যেতে পেরেছে - "এইজন্যই তোমাকে ভালোবাসি, অজেন- সব জট ছাড়াতে পারো তুমি, সব কাঁটা সরাতে পারো।... এসো আমার কাছে এসো, আরো কাছে। আমাকে বুঝতে দাও আমি সুখী, আমার চারিদিকে সুখ ছড়ানো, আমার হাতের কাছে সুখ।" মনোরমা হল সেই নারী যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে অন্য সম্পর্কে, আর তার জন্য সে নিজেকে অপরাধী তো ভাবেই না, বরং স্বামীর উদাসীনতার প্রতি দায়ভার চাপিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রয়াসী হয়- 'আমার কথা ভাবলে না' কিংবা 'আমার প্রতি তাঁর কর্তব্য ছিল' কিংবা "আমি তখন অসুখে শয্যাগত। দু-মাস ধরে ভুগছি। প্রায় মরো-মরো হয়েছিলাম। সেই সময় তোর বাবা হঠাৎ যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। আমাকে একা ফেলে। অজেন আমার চিকিৎসা করেছিল, তার যত্নে

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

আমি বেঁচে উঠলাম।" তাইতো স্বামী ফিরে এলে তার নির্মম প্রশ্নবান-'আগে আসেননি কেন ? একবারও আসেননি কেন ?' আসলে স্বামীর অনুপস্থিতি জনিত শূন্যতা আর গ্রাস করে না মনোরমাকে; সে সুখেই আছে বলে আমাদের মনে হয়। আর এই সুখের অন্তরায় হওয়ার সম্ভাবনা হেতু মরতে হয় ইন্দ্রনাথকে।

মনোরমা হল সেই নারী যে অজেনের মন পেতে নিজের একমাত্র পুত্র অদ্রিকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল- পাঠিয়ে দিয়েছিল বিদেশে। কিন্তু পাঁচ বছর পর অদ্রির বাড়ি ফেরার খবরে মনোরমা যেমন আনন্দিত তেমনি সন্দিহানও বটে। আর এই সন্দেহ অদ্রির প্রতি অজেনের মনোভাবকে ঘিরে। অদ্রিত আগমনে অজেনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে আন্দাজ করেই তো মনোরমার বারবার ব্যাকুল আবেদন-"তুমি যা বলবে সব করবো আমি-সব। এখন বলো- অদ্রিকে যদি আমি আর যেতে না দিই, তুমি রাগ করবে না ? (চোখে আবেদন নিয়ে তাকালো মনোরমা, অজেন নীরব।) বলো- অদ্রিকে তুমি তোমারই ছেলের মতো দেখবে ? (অজেন নীরব।) তুমি,আমি, আমার ছেলে- আমাদের ছেলে- আমরা তিন জনে একসঙ্গে থাকবো এখন থেকে, সুখে থাকবো ? (অজেন নীরব) অদ্রি বিয়ে করবে- এখানেই থাকবে- আমি শুনবো শিশুর কাকলি-আবার, এই বাড়িতে ? বলো, অজেন- আমাদের জীবন নতুন ক'রে শুরু হবে এবার, আমি সুখী হতে পারবো- অবশেষে সুখী হতে পারবো ? ...বলো !" আসলে মনোরমার এই সুখ বিলাসিতার নামান্তর মাত্র কারণ 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' হল সেই নাটক যেখানে একজন আদর্শ ও ন্যায় বিচারের জন্য সুখ বিসর্জন দিয়েছেন; অন্যজন সত্য, ন্যায়কে বিসর্জন দিয়েছে সুখের জন্য - শম্পা ও মনোরমা হল সেই দুই বিপরীত মানসিক সত্তা। তবে দুজনেরই বিস্তর আকাঙ্ক্ষা অদ্রিকে ঘিরে । শম্পা চায় অদ্রি তাকে সংকল্প সিদ্ধ করতে সাহায্য করবে; আর মনোরমা চায় অদ্রির আগমনে তার সমস্ত যন্ত্রনার অবসান হবে, সুখী হবে সে !

মানুষ মরণশীল, জন্মালেই জীবের মৃত্যু অবধারিত। তবে সেই মৃত্যু যদি স্বাভাবিক নিয়মে হয় তাহলে করোরই কিছু করার থাকে না। শম্পাও হয়তো সেই নিয়মে বিশ্বাসী। কিন্তু মৃত্যু রূপ হত্যা যখন ঘটানো হয় ! শম্পার বাবার মৃত্যু ; যা ঘটিয়েছিল স্বয়ং তার মা আর তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী। শম্পার চোখের সামনে- "তাকে ঘরে যাবার সময় দিলে না ওরা, চোখ থেকে ছুটে এলে ঈঙ্গিত, লাফিয়ে পড়লো পেছন থেকে যমদূত।...তারপর-পেছন থেকে- পিস্তল ! লুটিয়ে পড়ল একসঙ্গে কুকুর, মানুষ। জন্তুটা তবু চিৎকার করার সময় পেয়েছিল, তিনি পাননি।"

এই নাটকে শম্পার যে ধ্বংসাত্মক সাধনার কঠোর সংকল্প লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ নিহিত আছে তার বাবার মৃত্যু রহস্যের মধ্যে; যা শম্পা কখনই মেনে নিতে পারেনি। আর পিতৃহন্তাকারীদের শাস্তি দিতে ভাই অদ্রির সাহায্যের জন্য বারো বছর ধরে অপেক্ষা করেছে শম্পা। এমনকি ভাইয়ের ফেরার বিষয়েও সে নিশ্চত ছিল- 'তাকে ফিরতেই হবে।' আসলে পিতার মৃত্যু শোক ও পিতৃহন্তাকারীদের শাস্তির মধ্য দিয়ে পিতৃঋণ পরিশোধের মত সংকল্প জনিত উন্মাদনা শম্পাকে নিয়ে গেছে জীবনের এক ভিন্ন মেরুতে। যেখানে জীবনের

Santali Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

সব কিছু চাওয়া, পাওয়া, সুখ-দুঃখ নিতান্তই অর্থহীন; অর্থহীন জীবনের ঐশ্বর্যও। তাইতো নারী হয়েও নারী সুলভ সব রকম জীবন চর্যাকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছে সচেতন ভাবে। তার পুরুষ সঙ্গ অপছন্দ, অপছন্দ সৌন্দর্য চর্চায়। সে বিবাহ করতে অসম্মত; অসম্মত কোনো সন্তানের মাতা হতে- "আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনোদিন। আমি কারো মা হবো না কোনোদিন।" আসলে তার সমস্ত জেহাদ তার মায়ের বিরুদ্ধে। কারণ এই মায়ের মধ্যে সে কখনও খুঁজে পায়নি তার বাবার যোগ্য সহধর্মিনীর বৈশিষ্ট্য জনিত কোনো স্মৃতি। বরং মায়ের মধ্যে সে পেয়েছে কেবল সুখবিলাসিতা, পাপাচার। আর মাতৃহৃদয়ের এই অসত্যতা, মিথ্যাচার তাকে ঠেলে দিয়েছে ঘৃণা মিশ্রিত তীব্র অভিমানের দিকে। যার ফলস্বরূপ নিহত পিতাই তার হৃদয়ের সমস্ত পক্ষপাতিত্ব; সবটুকু সমর্থন লাভ করেছে। আর মা হয়ে উঠেছে চরমতম ঘৃণার পাত্র- 'ঐ পাপিষ্ঠা আমাদের মা।' আর এই কারণেই সে মায়ের সমস্ত আতিশয্য থেকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। একা বেঁচে আছে 'ডাইনি' হয়ে। এ হল তার একান্ত সাধনা, দৃঢ় আত্মসংকল্প-পিতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত।

নাটকে অদ্রি নয়,শম্পাই দেখেছে 'বাবার চোখের সেই বেদনা' যে বেদনাভরা চোখ নিয়ে বাবা আজও জেগে আছে শম্পার মনে। তাইতো শম্পা বাবাকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্ব দিতে চায় অদ্রিকে – 'আগে তাকে ঘুম পাড়া' তা না হলে যে শম্পার চোখেও ঘুম নেই, ঘুম আসবে না কখনও। আজ বারো বছর ধরে পিতার স্মৃতি বিজড়িত পিতৃশোক শম্পা নিজের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছে। এই শোক মিশে আছে শম্পার রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জার সঙ্গে। আর নিজের অন্তরে লালিত এই সত্তাকে শম্পা অদ্রির মধ্যেও সঞ্চার করতে চেয়েছে। তবে তাদের মায়ের সমস্ত আনাচার, ব্যভিচারের সাক্ষী একমাত্র শম্পা। তাই অদ্রিকে মায়ের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে শম্পা সর্বদা একনিষ্ঠ থেকেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় শম্পা তার সমস্ত সাধনার সর্বোত্তম প্রয়াসে ভাইকেও উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। স্বপ্নে অদ্রিকে দেওয়া বাবার নির্দেশ- 'আমার বিছানা বড় ময়লা, চাদরটা বদলে দে।' –এর পরিপ্রেক্ষিতে শম্পার উক্তি-'তোকেও তিনি আদেশ দিয়েছেন। ঋণশোধ হবে। পণরক্ষা হবে।' আবার অদ্রি যখন শম্পার অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ চেয়েছে তখনও উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েছে শম্পা- "প্রমাণ এনেছি। (নিচু হয়ে ব্যাগের মুখ খুললো।) চিঠি-বাবার, মা-কে লেখা। (একটা ফিতেয় বাঁধা মোটা বান্ডিল বের করলো।) মা-র বাবাকে । (একটা ফিতেয় বাঁধা রোগা বান্ডিল বের করলো।), আর এগুলো-অজেনকে লেখা, মা-র। (একটা ফিতেয় বাঁধা মোটা বান্ডিল বের করলো।) পুরণো চিঠি-জ্যান্ত অতীত।" এছাড়া "আরও দেখবি ? (ব্যাগ থেকে একটা বড়ো খাম বের করলো, খাম থেকে এক তাড়া ফটোগ্রাফ।) বাবার সব ছবি-তাও ওখানে।" আসলে শুধু প্রমাণ নয়, ভাইকে সে বোঝাতে চেয়েছে মায়ের কাছে বাবা এবং তার স্মৃতি কত অতীত, কত অপ্রয়োজনীয়,গুরুত্বহীন। আর এসকল প্রমাণও যখন অদ্রির কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি তখন শম্পার খেদোক্তি মিশ্রিত ভর্ৎসনা- "বাবা, শোনো, কী বলছে শোনো। আর-কেউ না, তোমার ছেলে, তোমারই রক্তমাংস। সেও বিশ্বাস করে না। প্রমাণ চায়। উকিলের মত পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে। সেই অদ্রি, যাকে তুমি কোলে নিয়ে নাচাতে, যাকে তুমি বলতে ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন। সেও বোঝে

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

না, কী ভীষণ ছিল সেই রাত্রি, কী ভীষণ তোমার মৃত্যু।"এমনকি অদ্রির দেখা স্বপ্নের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে তাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছে-"তুমি নিজের মুখে কথা বলেছো ওর সঙ্গে, তবু বোঝে না। তবে কি সত্যি তোমার আর কেউ নেই- আমি ছাড়া ? শুধু আমারি ওপর তোমার নির্ভর- আমারই ওপর সব দায়িত্ব- আমি, তোমার রোগা, দুর্বল মেয়ে- ওরা যাকে খাঁচায় পোরার জন্য ফাঁদ পেতেছে ?" আসলে শম্পার এই একনিষ্ঠ মনোভাব সকলের কাছে অসুস্থতারই লক্ষণ, তাই তাকে অসুস্থ 'ডাইনি' প্রতিপন্ন হতে হলেও আত্মনিষ্ঠার পথ থেকে তার বিন্দু মাত্র স্খলন ঘটেনি। আর নিরসল প্রয়াসের শেষ স্মৃতিচিহ্ন- বাবার পিস্তল দেখিয়ে শম্পা অদ্রিকেও সামিল করতে পেরেছে তার কর্মযজ্ঞে, এগিয়ে দিতে পেরেছে অভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে —"আমি তোকে জাগিয়ে তুললাম, তুই আমাকে ঘুম পাড়া। আয়, অদ্রি।" এই আহ্বান চরম মুহূর্তের নিদারুণ, নির্মম পিতৃহত্যার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্বরূপ মাতৃহত্যার।

'কলকাতার ইলেক্ট্রা' নাটকে শম্পার পিতৃঋণ পরিশোধ হয়েছে মাতৃহত্যার বিনিময়ে। যা সে মনে প্রাণে চেয়েছে এতদিন ! এতকাল ! আর চির আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের পর তার একমাত্র ও শেষ প্রতিক্রিয়া – " শান্তি এতদিনে .. শান্তি- শান্তি- শান্তি।" তবে সন্তান যখন মাতৃহত্যায় সামিল এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণের মধ্য দিয়েই যখন তার চির শান্তি লাভ তখন আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু অপর দিকে মায়ের নির্লজ্জ ব্যভিচার ও সুখবিলাস জনিত আকাঙ্ক্ষাই যে শম্পাকে আরও বেশি একনিষ্ঠ ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে গেছে সে কথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকে নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু আসলে তাঁর দেখা সমকালীন সময়কেই উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমসাময়িক কলকাতা -যেখানে একের পর এক ঘটেছে অজস্র নিষ্ঠুর সব ঘটনা-দেশভাগ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, হত্যা। মানুষের মন থেকে যে মানবিকতা, প্রেম, দয়া, ধর্ম, সততার মত অনুভূতিগুলি হারিয়ে গেছে তা তিনি দেখিয়েছেন ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। দেখিয়েছেন মানুষের মানবিক গুণাবলীর ধবংসের স্বরূপ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ চেয়েছিল জীবনের সম্পূর্ণতা কিন্তু সমাজ, সভ্যতা তথা মানবতার সংকট জনিত কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাইতো নাট্যকার সোচ্চার হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা ধ্ববংস করে দিয়েছে মানবিকতাকে, নষ্ট করে দিয়েছে কালের স্থিতিকে। আর নাট্যকারের এই তীব্র প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এদ্রি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। তবে অদ্রির কার্যরূপ নেহাতই যন্ত্রবৎ;তাকে চালিত করে কর্ম সম্পাদনের কৃতিত্ব পুরোটাই শম্পার। অবশেষে বলা যায় মানবিক মূল্যবোধহীন সুখ-স্বপ্ন -বিলাসী মায়ের পাশাপাশি পিতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কন্যার জীবনে সুখ বঞ্চনার কাহিনি হিসাবে 'কলকাতার ইলেক্ট্রা, নাটকটি অনবদ্য।

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

লেখক পরিচিতি

১.শান্তনু দলাই : অধ্যাপক,বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, পূ.মেদিনীপুর, প.ব.।

২.অদ্বৈত কুমার রানা : গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর, প.ব.।

৩.বকুল কর : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, জলঙ্গী কলেজ,প.ব.

৪.মানস কুমার রানা : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ, প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৫.সোনা মন্ডল : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ শ্রদ্ধা শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, প.ব.

৬.উষ্ণীষ পতি : এম.ফিল. বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়,প.ব.।

৭.নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ, প. মেদিনীপুর, প.ব.

৮.নবগোপাল সামন্ত :গবেষক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আশালতা টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ভগবানপুর, পূ.মেদিনীপুর, প.ব.।

৯.সুজিতকুমার পাল : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর, প.ব.

১০.পুতুল বৈদ্য : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, জলঙ্গী কলেজ, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

১১.শোভন ঘোষ : গবেষক, বাংলা বিভাগ, অধ্যাপক, পিংলা কলেজ, প.ব.

১২.শ্যামাপদ শীট :অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, আর.এন.খাঁন মহিলামহাবিদ্যালয়,প. মেদিনীপুর,প.ব.।

১৩.ফটিক চন্দ্র আধিকারী : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ, ঝাড়গ্রাম, প.ব.।

১৪.গৌতম কর : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, প.ব.

১৫.অসিতকুমার কর : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী নগর ডে কলেজ, প.ব.

১৬.টুকটুকি হালদার : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর, প.ব.

১৭.প্রদীপ্ত বর : গবেষক, বাংলা বিভাগ,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর, প.ব.

১৮.সুরজিৎ মন্ডল :গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প.মেদিনীপুর, প.ব.

১৯.রচনা রায় : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

২০.অচিন্ত্য দে : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ,প.ব.

২১.নিশিকান্ত মণ্ডল : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জঙ্গীপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ,প.ব.

Sahid Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

Scanned with OKEN Scanner